নগর সংবাদ

নগর সংবাদ

এলজিইডির আওতাধীন
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট (UMU)
এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ ৮ : সংখ্যা ২৭
জানুয়ারি-মার্চ ২০১২

NAGAR SANGBAD
A QUARTERLY UMU
PUBLICATION OF
LGED

Vol. VIII No. 27
January-March 2012

www.lged.gov.bd

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে "এলজিইডিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ" বিষয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং মিসেস নার্গিস বেগম, বিশেষ অতিথি হিসেবে সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

নারী দিবস উদ্‌যাপনে 'এলজিইডিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক সেমিনার ও মেলা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে ঢাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১২ উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতায় 'জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক এক সেমিনার ও দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান ও মিসেস নার্গিস বেগম। সেমিনারের সভাপতি ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

সেমিনারের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য 'কিশোরী তরুণী বালিকা মিলাও হাত, গড়ে তোলো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের কিশোরী তরুণী বালিকারা আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় একবিন্দু শিশির কণা নয়। তিনি বলেন, তারা প্রত্যেকেই অমিত সম্ভাবনার একেকটি স্ফুলিঙ্গ।

মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের দেশের নারীরা যা কিছু অর্জন করেছে তা কিন্তু কম নয়। আমাদের নেত্রীরা নারী, বিচারপতি নারী, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা নারী, মন্ত্রী নারী, সাংসদদের ভেতরেও নারী রয়েছেন। তার পরেও এখানে নারীকে করুণার পাত্র হিসেবে দেখা হয়, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন, নারীর প্রতি পুরুষের একটা পৃষ্ঠপোষণমূলক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। পৃষ্ঠপোষকতা খারাপ নয়। তবে পৃষ্ঠপোষকতার অর্থ কাউকে খাটো করে দেখা নয়, পৃষ্ঠপোষকতার অর্থ বিরোধিতা করা নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন। পরিশেষে, তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। তিনি বলেন, নারীরা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের স্বার্থে আবশ্যিক অংশীদার, কারণ তারাও মানুষ।

সেমিনারের সম্মানিত বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বলেন, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক - সব ক্ষেত্রেই নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। তিনি বলেন, নারী অধিকার ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। এছাড়া, নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে যৌতুক বিরোধী আইন-১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন-২০০০, নাগরিক আইন-২০০৯, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১, ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে। তিনি বলেন, নারী-পুরুষের সম্মিলিত উদ্যোগে নারী-পুরুষের অধিকারের প্রশ্নে সমতা অর্জন সম্ভব হবে।

অপর সম্মানিত বিশেষ অতিথির ভাষণে মিসেস নার্গিস বেগম বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রকৃত অর্থে পরিবার থেকেই উদ্ভূত হওয়া উচিত।

২য় পৃষ্ঠায়

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- নাটোর পৌরসভার ড্রাফ্ট মাস্টার প্ল্যানের ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
- দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত
- ইউপিপিআরপি ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে 'ইন্টারলক সয়েল কম্প্রেশড ব্রিক/ব্লক মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন' এর উপর প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত
- মাদারীপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ এর সাক্ষাৎকার
- ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার সম্মানিত মেয়রদের অংশগ্রহণে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত
- কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) প্রোগ্রামে এলজিইডির প্রতিনিধি এবং ইউজিআইআইপি-২কে সোকেস হিসেবে মনোনয়ন
- পৌরসভাসমূহে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে এমএসইউর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- কক্সবাজার পৌরসভার উদ্যোগে সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন
- নওগাঁ জেলায় 'ডিজিটাল উদ্ভাবনা ও সেবা মেলা ২০১২' অনুষ্ঠিত
- এমএসইউ ও ইউএমএসইউ এর আওতাভুক্ত মেয়রবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন
- "ভবিষ্যৎ আধুনিক নগরায়ণে ইস্যু এ্যান্ড অপশন্স বিষয়ক কর্মশালা"

সম্পাদকীয়

এলজিইডিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ

সময়ের বিবর্তন ও দারিদ্রের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে উন্নয়নমূলক কাজে পুরুষের পাশপাশি নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যাপকতা কমে আসলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। এ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশে তথা সমাজের সকল স্তরে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি সুনির্দিষ্ট অংগীকার লক্ষণীয়। মানবাধিকারের সাথে জেন্ডার বিষয়টি যে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত তা ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলনে নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে 'বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' গঠন করা তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। এই ধারাবাহিকতায় 'জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা' স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ২০০২-২০০৭ সময়কালের জন্য চারটি কর্মপরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ধারণা নির্ধারণ করে কাজ করার বিষয়টি প্রথম কৌশলে বিবৃত হয়েছিলো যা পরিশুদ্ধ আকারে ২০০৮ - ২০১৫ সালের জন্য পুনরায় তৈরী করা হয়েছে, যা এলজিইডির কর্মপরিধির তিনটি সেক্টরের কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমেই অনুসৃত হচ্ছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, নগর অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং কৃষি, পানি সম্পদ, শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নমূলক আরো অনেক প্রকল্পসহ পল্লী উন্নয়নে ব্যাপক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়নে জেন্ডার সমতা যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। নগর ও পল্লীর দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে জেন্ডার সমতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে মহিলাদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত বেশকিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বাজারে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক কর্ণার রাখা, বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং অন্যান্য বেশ কিছু কর্মসূচিকে জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে অনুসৃত কর্মপরিকল্পনা যথেষ্ট সফলতা এনে দিয়েছে। এলজিইডির একটি জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম রয়েছে যা এলজিইডির অভ্যন্তরে জেন্ডার সমতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও কিছু কিছু শ্রমিক সমিতি শুধুমাত্র নারী শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় যারা বাজার অবকাঠামো এবং রাস্তা নির্মাণে নিয়োজিত। আত্মনির্ভরশীল নারীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সহজতর করার জন্য গ্রোথ সেন্টার ও রুরাল মার্কেটে নারীদের উইমেন্স কর্ণারে দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, আয়বৃদ্ধি মূলক কাজের পরিধি বাড়ানো, কৃষি ও অকৃষি খাতে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার কাজটিও জেন্ডার সমতা বাস্তবায়নের সোপান। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসরত নারীদের অর্থনৈতিক,অবকাঠামোগত উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে পরিবেশগত অবস্থা উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, তাতেও জেন্ডার সমতা বাস্তবায়ন কর্মকৌশল অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনের মধ্যদিয়ে নারীর ক্ষমতায়ণ ও সমতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সম্প্রতি পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১২। এলজিইডি দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য এক দিন ব্যাপী মেলার আয়োজন করে। এছাড়াও আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নারী উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এক পরিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে যে, পৌরসভা স্থায়ী কমিটির যতগুলো কমিটি থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ সভাপতি হবে নারী কাউন্সিলর। এছাড়া প্রতিটি কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ সদস্য থাকবেন নারী নেত্রীগণ। নারীদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতেই এ উদ্যোগ গ্রহণ। এছাড়াও জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করা হয়। জেন্ডার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বস্তুত এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জাতীয় জীবনে নারীর আর্থ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ■

নারী দিবস উদ্‌যাপনে 'এলজিইডিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক সেমিনার ও মেলা অনুষ্ঠিত
১ম পৃষ্ঠার পর

বলে তিনি মনে করেন। বেগম নার্গিস আরও বলেন, বিভিন্ন অফিস-আদালতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা এখনও অর্জিত হয় নি। নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া সমাজ এগোতে পারবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভাপতির ভাষণে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে এলজিইডি জাতীয় নীতিমালা ও স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে সকল কর্মকাণ্ডে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এলজিইডি তার সকল কর্মকাণ্ডে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০২ সালে জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যা পরবর্তীতে ২০০৮-২০১৫ সময়ের জন্য নবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, এলজিইডিতে জেন্ডার বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র সফটওয়্যারও তৈরী করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

এলজিইডি আয়োজিত 'জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ' সেমিনারে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত ১৫ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। পরিশেষে, সেমিনারে আগত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সদস্য সচিব সুলতানা নাজনীন আফরোজ। ■

নাটোর পৌরসভার ড্রাফ্‌ট মাস্টার প্ল্যানের ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নাটোর পৌরসভার ড্রাফ্‌ট মাস্টার প্ল্যানের ওপর আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত নাটোর পৌরসভার মেয়র মহোদয় এবং কাউন্সিলরগণ বক্তব্য রাখেন।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক নাটোর পৌরসভার ড্রাফ্‌ট মাস্টার প্ল্যান এর বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পিএমও প্রতিনিধি, পৌরসভার মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ড্রাফ্‌ট মাস্টার প্ল্যান রিপোর্টে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূমির ব্যবহার, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্ল্যানিং পলিসি নিয়ে আলোচনা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ নাটোর পৌরসভার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সার্বিক উন্নয়নের একটি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করে। উক্ত সভায়, পৌরসভার মেয়র, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিম লিডার ও এলজিইডি প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। ■

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভায় আলোচনারত স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দ।

গত ২৫ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনার পর সভায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়। প্রকল্পভুক্ত যে সমস্ত পৌরসভা বকেয়া বিদ্যুৎ বিল, বিএমডিএফসহ অন্যান্য উৎস থেকে গৃহীত ঋণের বকেয়া কিস্তি পরিশোধসহ নিয়মিত রি-অ্যাসেসমেন্ট সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে সব পৌরসভাকে প্রকল্পের নীতিমালা উল্লেখ পূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সতর্কতামূলক নির্দেশনা দিয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া পৌরসভার জনবল কাঠামো যুগোপযোগীভাবে প্রণয়নপূর্বক তার অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজীকরণে ইতোমধ্যে গঠিত সাব-কমিটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পৌর আবর্জনা বর্জ্যদ্রব্য অপসারণের জন্য পৌরসভা পর্যায়ে দ্রুততম সময়ে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব স্থানীয় পর্যায়ে যাচাই বাছাই করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালককে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয় এবং প্রকল্পের ২য় ধাপের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর ইউজিআপ ফেজ-২ এর আলোকে মূল্যায়নপূর্বক আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক ইউএমএসইউকে অনুরোধ করা হয়।

এছাড়াও জার্মান সরকার প্রদত্ত ৩.০০ মিলিয়ন ইউরো কারিগরি সহায়তার অতিরিক্ত ০.৫ মিলিয়ন ইউরো আগামী জুন ২০১২ তারিখ পর্যন্ত জিআইজেড এর বর্তমান কারিগরি সহায়তার সম্প্রসারণে ডিপিপি সংশোধন সাপেক্ষে ব্যবহার করাসহ বিএমজেড মিশন কর্তৃক সম্প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩.০০ মিলিয়ন ইউরো জিআইজেড এর মাধ্যমে ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা ১ জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ব্যবহারের প্রক্রিয়াটি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। ■

ইউপিপিআরপি ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে 'ইন্টারলক সয়েল কম্প্রেশড ব্রিক/ব্লক মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন' এর উপর প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ২ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে ইউপিপিআরপি ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে 'ইন্টারলক সয়েল কম্প্রেশড ব্রিক/ব্লক মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন' এর উপর এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজমিস্ত্রি, অদক্ষ শ্রমিক এবং রংপুর, গোপালগঞ্জ ও খুলনা শহর থেকে আগত ইউপিপিআর কর্মীসহ স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ছিলেন মূল অংশগ্রহণকারী। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়,খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অংশগ্রহণকারীরাও এই প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন। সদর দপ্তর থেকে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপ প্রকল্প পরিচালক, আন্তর্জাতিক আবাসন উন্নয়ন উপদেষ্টা ও থাইল্যান্ডের মি. চাটশিরি থানমারম উপস্থিত ছিলেন। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক ৫দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে হাতে কলমে ইন্টারলক সয়েল কম্প্রেশড ব্রিক/ব্লক তৈরী করা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্থানীয়ভাবে সুলভে প্রাপ্ত ইটের ভাটার পরিত্যক্ত ইটের গুড়া (ব্রিক ডাস্ট) ও স্থানীয় বালি (লোকাল স্যান্ড) এবং বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়। সিমেন্টের অনুপাত ৭-১০ ভাগের এক ভাগ দিয়ে বিভিন্ন নমুনা তৈরী করা হয়। উক্ত নমুনাসমূহ এলজিইডি খুলনা ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয়। ল্যাবরেটরীর প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী অথচ শক্তিশালী ব্রিক/ব্লক এর বিষয়টি বিবেচনা করে সিমেন্টের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়।

এই ইন্টারলক সয়েল কম্প্রেশড ব্রিক/ব্লক এর বৈশিষ্ট নিম্নরূপ ঃ

- সাইটে অথবা সাইটের পাশে উৎপাদন করা যেতে পারে, ফলে পরিবহন খরচ নেই।
- কোন জ্বালানী প্রয়োজন হয় না বিধায় পরিবেশ বান্ধব।
- স্থানীয় সুলভ নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হয় বিধায় নির্মাণ ব্যয় কম।
- সহজ প্রযুক্তি বিধায় অদক্ষ শ্রমিকের সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব।
- দ্রুত তৈরী করা যায়, তাই নির্মাণে সময় কম লাগে।
- সব দালান নির্মাণে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ভারবহনবিহীন অর্থাৎ যেকোন দালানের পার্টিশন ওয়াল নির্মাণে ব্যবহার করা উত্তম।

বাংলাদেশে ইট উৎপাদন শিল্পে প্রতি বছর ৬০ লক্ষ টন কার্বন নির্গত হয়, যেহেতু এটাতে কোন জ্বালানী ব্যবহার করা হয় না, ফলে কার্বন নির্গমন কমাতে এই প্রযুক্তি সহায়তা করবে এমন কি মরুকরণ কমাতেও সাহায্য করবে (মরুকরণ/বন ধ্বংসকরণ হল বিশ্বে ২০% পর্যন্ত গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণের ফল, যা বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ)। ■

গত ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ইউপিপিআরপি এর আওতায় খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে অনুষ্ঠিত ৫দিন ব্যাপী 'ইন্টারলক সয়েল কম্প্রেশড ব্রিক/ব্লক মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন' প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে ব্রিক/ব্লক তৈরী করতে দেখা যাচ্ছে।

মাদারীপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ এর সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো রাজস্ব আদায় কম হওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা, যা পৌরসভার স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া দক্ষ কর্মীর অভাবে পৌরবাসী কাংখিত পরিসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ভৌত অবকাঠামোর অপ্রতুলতা ও যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, যানজট ও জলাবদ্ধতা, পানীয় জলের অভাব, অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করতে হচ্ছে পৌর মেয়রকে।

মাদারীপুর পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে মেয়রের ভিশন কী? তিনি কী ভাবছেন? কিভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবেন সেই পরিকল্পনার কথাই বলছেন তিনি এই সাক্ষাৎকারে।

মাদারীপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ

মাদারীপুর পৌরসভার রূপকল্প (ভিশন) কী?

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে মাদারীপুর পৌরসভা নদী ভাঙ্গন ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং সুপরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে একটি আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী আধুনিক ডিজিটাল মডেল পৌরসভা হিসেবে গড়ে উঠবে। যেখানে উন্নত নাগরিক সুবিধাসহ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ব্যবস্থা, জেন্ডার বৈষম্যহীনতা, আধুনিক যোগাযোগ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মত এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকবে।

আপনার এই রূপকল্প বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ কী কী?

পৌর নাগরিকদের উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; পরিকল্পিত ও আধুনিক নগর ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন; পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থাপনা; বিত্তশালী ব্যক্তিদের কল-কারখানা স্থাপন ও বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ; শহরে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে বিদ্যমান খালসমূহ পুনঃ খনন ও এর সৌন্দর্য বর্ধন এবং পরিকল্পিত ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক প্রস্তুতকরণ; পৌর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুপ্রশস্ত সড়ক নির্মাণ ও বিদ্যমান সড়কসমূহ প্রশস্তকরণ; কুমার নদীর উভয় পার্শ্বে যোগাযোগ স্থাপনে ব্রীজ নির্মাণ; পৌর এলাকায় শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং ই.পি.আইসহ সকল স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন; কোমলমতি শিশু-কিশোরদের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি শিশু পার্ক স্থাপন এবং শহরের ভেতরে অবস্থিত শকুনী লেকের সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমে এই রূপকল্প বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এছাড়াও নাগরিক চার্টারের ভিত্তিতে অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে পৌরসভা পরিচালনায় একজন দক্ষ পরিচালক হিসেবে আপনার ভূমিকা কী?

পৌরসভা স্থানীয় সরকারের এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার দায়িত্ব পৌর নাগরিকদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে বিরাজমান। রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আমি নিজেকে ব্যক্তি রাজনীতির উর্ধ্বে রেখে সরকারী বিধি-বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছি এবং জনমত ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য পৌরসভাকে সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী করার জন্য আমি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজে গতিশীলতা আনায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছি। এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের কর্ম পরিচালনার পদ্ধতি জেনে নিজি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এসব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রতি দুই মাস অন্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আপনার দৃষ্টিতে পৌর প্রশাসন পরিচালনায় প্রধান সমস্যাসমূহ কী কী?

দায়িত্ব গ্রহণের পর পৌর প্রশাসন পরিচালনায় বেশ কিছু সমস্যা আমার দৃষ্টি গোচর হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনাগত সমস্যাই ছিল তখন মূল সমস্যা। এর মধ্যে ল্যাক অফ ফাইনানশিয়াল পটেনশিয়ালিটি, ল্যাক অফ ফাইনানশিয়াল রেকর্ডিং সিস্টেম, ল্যাক অফ কম্পিউটারাইজেশন অন একাউন্টিং সফটওয়্যার, ল্যাক অফ প্রপার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ডিমান্ড; ট্রেড লাইসেন্স, পানির রেট ও পৌরকর আদায়ে ধীরগতি, অনিয়ম, অদক্ষতা ও দুর্নীতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাব, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব। পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বকেয়া ছিলো এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিলের ব্যাপক অর্থ বকেয়া ছিলো। এছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিল নামের ভিন্ন ভিন্ন এ্যাকাউন্ট না থাকার কারনে তাদেরকে অনেক সময় দুর্ভোগ পোহাতে হত।

পৌর প্রশাসন পরিচালনায় কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানের উপায় কী?

সরকার প্রণীত বিভিন্ন আইন বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারলে অনেকাংশেই সমস্যাগুলো দূরীভূত করা সম্ভব।

পৌরসভাগুলোর আর্থিক অবস্থা মজবুত করার প্রয়োজনে নির্ধারিত পাঁচ বছর পর পর হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা জরুরী। পৌরসভার আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে সময়োপযোগী আদর্শ পৌরকর তফসিল প্রতি পাঁচ বছর পর পর প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিবিধ কর আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি, অনিয়ম ও দুর্নীতি দূরীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাসিক আদায়, রিপোর্ট ও জমা দায়িত্বশীল কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নামে আলাদা আলাদা ভাবে মাসিক বেতন, আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের ব্যাংক হিসাব থাকা প্রয়োজন।

পৌরসভার উন্নয়ন কার্য পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সরকারী অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন, কেননা বিভিন্ন পৌরকর থেকে যে অর্থ অর্জিত হয় তা দিয়ে পৌরসভার উন্নয়ন কার্য যথাযথ ভাবে পালন করা দুরুহ। স্থানীয় করের অর্থ দ্বারা প্রয়োজনীয় যানবাহন ক্রয় করলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; সুতরাং জনস্বার্থে সরকার পৌরসভাগুলোতে প্রয়োজনীয় যানবাহন বিশেষ করে জীপ, পিক-আপ, ট্রাক, ভোলার সরবরাহ করতে পারে।

পৌরসভার নাগরিকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ সেবাসমূহকে অগ্রাধিকার দিবেন? কেন?

রাস্তাঘাট উন্নয়ন, নতুন ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সড়ক বাতি স্থাপন, টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন, বিভিন্ন সনদ প্রদান, মশক ও কুকুর নিধন, মহাপরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা প্রণয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। কেননা উক্ত সেবাসমূহ পৌর নাগরিকদের প্রধান চাহিদা।

আমার কার্যকালীন সময়ে বিগত এক বছরে প্রায় কুড়িটি প্রধান সড়ক মেরামত ও প্রশস্তকরণ, পঁচিশটি গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ, আটচল্লিশ কি.মি. পানির পাইপ লাইন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পঁচাশিটি কমিউনিটি টয়লেট (পাবলিক ও হাউজহোল্ড) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং আগামী অর্থ বছর থেকে পৌরসভার সকল কার্যক্রম কম্পিউটারায়নের মাধ্যমে করা হবে। ইউএমএসইউর মাধ্যমে ইতোমধ্যেই হোল্ডিং ট্যাক্স, ওয়াটার রেট বিলিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ট্রেড লাইসেন্সসহ অন্যান্য কার্যক্রম ইউএমএসইউর তত্ত্বাবধায়নে পরিচালিত হচ্ছে।

পৌরসভার কার্যক্রমের জন-সম্পৃক্ততা বিষয়টিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

পৌর নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য তাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় পৌর পরিষদ। পৌরসভার প্রতিটি কার্যক্রমে জন সম্পৃক্ততার প্রয়োজন রয়েছে। কোন এলাকার উন্নয়ন কার্য পরিচালনার পূর্বে উক্ত এলাকার জনগণের সাথে বৈঠকের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার দিক নির্দেশনা ঠিক করা হয়ে থাকে এবং প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কাজ সঠিক ভাবে নিশ্চিত কল্পে এলাকাবাসীকে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করা হয়। নতুন হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষেত্রেও হাউজ হোল্ডারদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ট্যাক্স নির্ধারণ করা হচ্ছে। জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করলে সফলতার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

আপনার পৌরসভার স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমের বিষয়ে মতামত দিন।

আমার পৌরসভার স্থায়ী কমিটির সভাসমূহ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তী কার্যদিবসে সাধারণ সভায় উত্থাপন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পৌরসভার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম পরিচালনার অগ্রগতি সম্পর্কে বলুন।

পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অচল চারটি গার্বেজ ডাম্প ট্রাক মেরামত করা হয়েছে। পনেরটি ভ্যান এবং বিরাশি জন ঝাড়ুদারের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলছে। পৌরসভার পঞ্চান্নটি ডাস্টবিন মেরামত করা হয়েছে। প্রতিদিন প্রধান সড়কগুলো ঝাড়ু দেয়া হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত ড্রেন গুলো পরিষ্কার করা, মশক নিধনে নিয়মিত ঔষধ স্প্রে করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য নিরসনে পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত নিদিষ্ট কার্যক্রমসমূহ কী?

দারিদ্র নিরসনের জন্য এলাকার বিত্তবানদের কলকারখানা স্থাপনে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। কেননা এর ফলে বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া সম্ভব। এছাড়াও হতদরিদ্র, দুস্থ জনগণকে পৌরসভা থেকে আর্থিক সাহায্য, রিলিফ দেয়া হচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ■

গত ১৫ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত ৩৫ পৌরসভার সম্মানিত মেয়রবৃন্দের অংশগ্রহণে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার সম্মানিত মেয়রদের অংশগ্রহণে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নগর সুশাসন ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আয়োজনে গত ১৫ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে কক্সবাজারে প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভার সম্মানিত মেয়রবৃন্দের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের চলমান ইউজিআপ কার্যক্রম ও পূর্তকাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নসহ ইউজিআপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত একশত ষোলটি টাস্কের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক প্রতিটি পৌরসভার কাজের অগ্রগতি ও লক্ষ্য পূরণে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সভায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি'র সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার জনাব রফিকুল ইসলাম, জিআইজেড এর প্রিন্সিপ্যাল এ্যাডভাইজার জনাব আলেক্সান্ডার ইয়াখ্নো এবং প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা থেকে আগত সম্মানিত মেয়রবৃন্দসহ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ■

কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) প্রোগ্রামে এলজিইডি'র প্রতিনিধি এবং ইউজিআইআইপি-২কে সোকেস হিসেবে মনোনয়ন

গত ৩১ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় এডিবি সদর দপ্তরে এশিয়া প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) এর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে সিডিডি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশ, কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়া এই পাঁচটি দেশের পাঁচটি প্রকল্পের সিডিডি বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার কার্যকর শিক্ষা এ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) এবং জনাব এ কে এম লুৎফর রহমান (উপ পরিচালক, আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট) এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সম্মেলনে কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইনস্টিটিউশনাল সাসটেইনেবিলিটি শিরোনামে বাংলাদেশে ইউজিআইআইপি-২ এর অধীনে সিডিডি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা তুলে ধরেন। তাঁদের উপস্থাপনা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ ও প্রশংসা লাভ করে। সম্মেলনের অব্যবহিত পর এডিবি, কোরিয়া, ই-এশিয়া এন্ড নলেজ পার্টনারশীপ তহবিলের সহায়তায় টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোজেক্ট অন শেয়ারিং নলেজ অন কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাপ্রোচ প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সিডিডি নেটওয়ার্কভুক্ত দেশসমূহ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রচারণা, তথ্য আদান প্রদান ও পারস্পরিক সহায়তা। কার্যকর সিডিডি বাস্তবায়ন ও সমগ্র অঞ্চলে এই প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে এডিবি সহায়তাপুষ্ট রিজিওনাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোজেক্ট অন শেয়ারিং নলেজ অন কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক এর পাঁচটি প্রকল্পের একটি প্রকল্প হিসেবে ইউজিআইআইপি-২ নির্বাচিত হয়। ■

পৌরসভাসমূহে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে এমএসইউর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এমএসইউ ও ইউএমএসইউর আওতায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে পৌর কর, পৌর পানি, পৌর ট্রেড লাইসেন্স, পৌর হিসাব, ভৌত অবকাঠামো, কমিউনিটি মবিলাইজেশন কম্পিউটারায়ন প্রশিক্ষণ এমএসইউর একটি নিয়মিত কার্যক্রম। চলতি অর্থবছরে বিসিটি এন্ড ট্যাক্স বিলিং সফটওয়্যার, বিসিটি এন্ড একাউন্টিং, বিসিটি এন্ড ট্রেড লাইসেন্স, বিসিটি এন্ড ওয়াটার সফটওয়্যার, সার্ভে ট্রেনিং, টিওটি, এস্টিমেটিং কোর্স, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮, ডাবল এন্ট্রি একাউন্টস, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড সুপারভিশন, সেনসিটাইজেশন ওয়ার্কশপ, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন গঠন, রিফ্রেশার ট্রেনিং অন ট্যাক্স, ওয়াটার, ট্রেড লাইসেন্স এন্ড এ্যাকাউন্টস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ কার্যক্রমে পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, সচিব, উপসহকারী প্রকৌশলী, কার্যসহকারী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষক, সহকারী হিসাবরক্ষক, ওয়াটার সুপার, বিল ক্লার্ক, লাইসেন্স পরিদর্শক, সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক, কোষাধ্যক্ষ, ট্যাক্স কালেকটর, সহকারী ট্যাক্স কালেকটর, এলজিইডির উপ পরিচালক, সহকারী পরিচালক, পরামর্শক,টিএলসিসি সদস্য, স্থানীয় জনগণসহ পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে উনত্রিশ হাজার পাঁচশত একান্ন জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ■

কক্সবাজার পৌরসভার উদ্যোগে সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন

দরিদ্র নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কক্সবাজার পৌরসভার জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি, কেএফডব্লিউ ও জিআইজেড সাহায্যপুষ্ট দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতাধীন কক্সবাজার পৌরসভার জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পৌরসভার নিজস্ব তহবিলের আওতায় পৌর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গত ১৬ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে কক্সবাজারে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। উক্ত সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। এসময়ে অন্যান্যদের মধ্যে কক্সবাজার পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব রাজ বিহারী দাশ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ, কে, এম সোহেল, জেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর হেলেনাজ তাহেরা, কাউন্সিলর আশরাফুল হুদা সিদ্দিকী জামশেদ, মনসুর আলম ও জেন্ডার কমিটির সদস্য সচিব শামীম আকতার উপস্থিত ছিলেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতি কোর্সে (তিনমাস ব্যাপী) কক্সবাজার পৌর এলাকার ষাট জন দরিদ্র বেকার নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে দুইজন প্রশিক্ষক কর্মরত আছেন। ■

নওগাঁ জেলায় 'ডিজিটাল উদ্ভাবনা ও সেবা মেলা ২০১২' অনুষ্ঠিত

ইউপিপিআরপি, নওগাঁ পৌরসভা ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ২১ ও ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে 'ডিজিটাল উদ্ভাবনা ও সেবা মেলা ২০১২' নওগাঁ জেলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিলো সেবা প্রদানকারীদের দায়িত্ব ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা, একইভাবে সেবা গ্রহণকারীদের সচেতন করে তোলা। সরকারি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী বিভাগ, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, ইউপিপিআর প্রকল্প কর্মীরা ও সর্বোপরি সাধারণ জনগণ এই মেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালীতে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, এনজিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় পাঁচ হাজার ইউপিপিআর প্রকল্প কর্মীর অংশ গ্রহণে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ প্রদক্ষিণ করে। রাজশাহীর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, ইউপিপিআর প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক, পৌর মেয়র ও পুলিশ সুপার র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব ম. নজরুল ইসলাম খান র‍্যালীর নেতৃত্ব দেন। উৎসবমুখর পরিবেশ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত রঙ্গিন ফেস্টুন, প্লাকার্ড ও ব্যানার বহন করে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে বিভিন্ন শ্লোগানসহ গার্লস গাইডদের ড্রামের শব্দ ও পুলিশ অংশগ্রহণে র‍্যালীটি বর্ণিল হয়ে ওঠে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব নজরুল ইসলাম খান দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগসমূহকে দূর্ভোগ এড়িয়ে দ্রুততার সাথে জনগণকে সেবা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দিকটি বিবেচনা করে, সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে সেবা প্রদান কৌশলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে ডিজিটাল উপায়ে সেবা প্রদান করা যায়। অন্যান্যদের মধ্যে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ সুপার, পৌর মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান (সদর), ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বক্তব্য প্রদান করেন। ইউপিপিআর প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক তাঁর বক্তব্যে প্রকল্পের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন। নওগাঁর জেলা প্রশাসক সভায় সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী আলোচনা পর্ব শেষে প্রধান অতিথি, উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে স্টল পরিদর্শন করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী বিভাগ সিটিজেন চার্টার ও ব্যবহারকারীর সেবা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ প্রদর্শন করে। সিডিসি ক্লাস্টারের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক দল বিষয় ভিত্তিক নাটক উপস্থাপন করে। এতে মেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং সরকারি সেবা গ্রহণে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি ও স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ নৃত্যসহ একক ও দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে। সমাপনী দিনে সন্ধ্যার পর ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালিত হয়। সকল বিভাগীয় প্রধান/প্রতিনিধিগণ এ পর্বে অংশগ্রহণ করে, যেখানে সিডিসি ক্লাস্টার নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণ প্রশ্ন করেন। বেশিরভাগ প্রশ্নই ছিল সেবাগ্রহণে জনদুর্ভোগ নিয়ে। সবশেষে অংশগ্রহণকারী বিভাগসমূহের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ■

ইউপিপিআরপি, নওগাঁ পৌরসভা ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ২১ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে 'ডিজিটাল উদ্ভাবনা ও সেবা মেলা ২০১২' নওগাঁ জেলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব ম. নজরুল ইসলাম খান মেলা পরিদর্শন করেন।

এমএসইউ ও ইউএমএসইউ এর আওতাভুক্ত মেয়রবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

সহজে, স্বল্প সময়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে গঠিত এমএসইউ ও ইউএমএসইউর আয়োজনে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে এলজিইডির আরডিইসি ভবনে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার মেয়রবৃন্দের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী। এসময়ে অন্যান্যদের মধ্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা এর সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট জনাব জাহিদ এইচ খান, এডিবি ঢাকার সিনিয়র প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামসহ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার সম্মানিত মেয়রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে এলজিইডির আরডিইসি ভবনে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার মেয়রবৃন্দের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

স্বাগত বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ এমএসইউ ও ইউএমএসইউর চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, ২০০১ সালে সতেরটি পৌরসভা নিয়ে শুরু হয়ে বর্তমানে একশত তিরাশিটি পৌরসভায় কার্যক্রম চলছে। তিনি টিএ- এমএসপির আওতায় চলমান পঞ্চাশটি পৌরসভার হালনাগাদ অবস্থাও তুলে ধরেন। প্রকল্পের কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় দ্রুত কর বিল প্রদান ও কর আদায়ে স্বচ্ছতা, সরকারী বেসরকারী ক্ষেত্রে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বেড়েছে। নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে করণীয় বিষয়ে তিনি সভায় কতিপয় সুপারিশ রাখেন।

১। দেশের অবশিষ্ট একশত একত্রিশটি পৌরসভায় এমএসইউ ও ইউএমএসইউর দক্ষতা বৃদ্ধি ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্বখাতে প্রকল্প গ্রহণ করা।

২। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার স্বার্থে এমএসইউ ও ইউএমএসইউ কার্যক্রমকে সরকারের রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা।

৩। প্রকল্পের মেয়াদান্তে কিংবা অনুপস্থিতিতে এমএসইউ ও ইউএমএসইউর দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে নিয়মিত বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

এডিবি ঢাকার সিনিয়র প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, পৌরসভা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা কাটানো ও জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরীর ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা এর সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট জনাব জাহিদ এইচ খান বলেন, বাংলাদেশের নগরায়ণ অবশ্যম্ভাবী যার মূল দায়িত্ব সম্মানিত মেয়রবৃন্দের। নাগরিক সেবার মান আরও বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি মেয়রদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ বলেন, বর্তমানে যেভাবে নগরায়ণ এগিয়ে চলেছে তাতে মেয়রবৃন্দের বাস্তবতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে উদাহরণ স্বরূপ মাদারীপুর পৌর মেয়রের স্ব-উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি সরকারের আন্তঃ বিভাগসমূহের সমন্বয়ের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি। তিনি ডিজিটাল প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এতে কাজের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি কর বাড়ানো, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে জনসেবায় এগিয়ে এসে স্বনির্ভর হওয়ার ব্যাপারে উপস্থিত মেয়রবৃন্দকে আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, যেহেতু পৌরসভাই পৌরবাসীর সেবার কেন্দ্রবিন্দু তাই এর সুফল ও সুবিধা নিশ্চিত করতে মেয়রবৃন্দকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ছিলো পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা'২০০৮ এর উপর আলোচনা। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ এর সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন জনাব পি, কে চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, এসআরআইপি, জনাব ইফতেখার আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, টিএ-এমএসপি-২ এবং জনাব মোঃ মোল্লা আজিজুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (শিক্ষা)।

অতিরিক্ত সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতিত্বে ৩য় অধিবেশনে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, সেগুলো যথাক্রমে স্থানীয় সরকার আইন (পৌরসভা)-২০০৯ এর প্রয়োগ কৌশল, পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিজস্ব আয়বৃদ্ধির উপায়সমূহ এবং পৌরসভা পরিচালনায় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ। বিষয়গুলোর উপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন, জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন আহমেদ, মেয়র চাঁদপুর পৌরসভা, জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ, মেয়র, মাদারীপুর পৌরসভা ও জনাব ড. মোঃ হারুন- অর- রশিদ বিশ্বাস,উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ। সবশেষে মেয়রবৃন্দ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। ■

"ভবিষ্যৎ আধুনিক নগরায়ণে ইস্যু এ্যান্ড অপশন্স বিষয়ক কর্মশালা"

গত ১৭ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে এলজিইডি ভবনে অনুষ্ঠিত ইস্যু এ্যান্ড অপশন্স বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। মঞ্চে উপবিষ্ট জনাব ইফতেখার আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, টিএ-এমএসপি-২, জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট জনাব জাহিদ এইচ খান এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দলনেতা মিঃ জন মেটক্যাফে।

এ্যানালাইসিস অব ইস্যু এ্যান্ড অপশন্স টু প্রিপেয়ার ফ্রেমওয়ার্কস ফর মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন্টারভেনশন্স বিষয়ে কর্মশালা গত ১৭ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে ঢাকায় এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উক্ত কর্মশালা অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট জনাব জাহিদ এইচ খান কর্মশালায় বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর প্রতিনিধি, বিএমডিএফ'র কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পৌরসভার মেয়র, প্রকৌশলী ও প্ল্যানারগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের নগরায়ণ একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ অপরদিকে তেমন সম্ভাবনাময়। অবকাঠামোর ঘাটতি, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, দুর্বল ভূমি ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ ও অর্থের অভাব, অপর্যাপ্ত সমন্বয়, দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডি ইতোমধ্যেই অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়ণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আরবান সেক্টর পলিসি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বে বিভিন্ন দেশে নগরায়ণের বিভিন্ন পরিসরে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। এগুলোতে নগরায়ণের লাভসমূহ উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্বের সম্পদশালী দেশগুলো নগরভিত্তিক। তিনি আরো বলেন, নগরায়ণকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর সুফল আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে।

প্রধান প্রকৌশলী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট অবকাঠামো ও সেবার ঘাটতি পূরণে এলজিইডির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিশ্ব ব্যাংকসহ সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তার কথা স্মরণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, পৌরসভার অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, সাম্যতা এবং উন্নয়নকে কিভাবে টেকসই করা যায় সে বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় চলমান সমীক্ষার একটি অংশ হচ্ছে আজকের কর্মশালা। তিনি আশা করেন, বর্তমান সমীক্ষার মাধ্যমে মধ্য মেয়াদী (২০১২-২০২০) একটি উন্নততর কর্মসূচী তৈরী করা যাবে, যা দিয়ে বাংলাদেশের শহর ও নগরসমূহের জীবনমান ও অর্থনীতি উন্নত হবে।

কর্মশালার শুরুতে প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ কর্মশালার এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চলমান কাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দলনেতা মিঃ জন মেটক্যাফে চলমান সমীক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

কর্মশালার দ্বিতীয় অধিবেশনে পরামর্শক কর্তৃক চিহ্নিত ইস্যু ও অপশনসমূহ উপস্থাপিত হয়। চারটি ওয়ার্কিং গ্রুপ হতে ভবিষ্যৎ আধুনিক নগরায়ণের জন্য চিহ্নিত ইস্যু ও অপশন এর উপর মতামত গ্রহণ করা হয়। ■

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ, পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮-০২-৮১৫৯৩৭৯, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯১২০৪৭৬, ই-মেইলঃ se.urban@lged.gov.bd, সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত